



ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও আজকের তারুণ্য শীর্ষক বিতর্ক উৎসবের উদ্বোধন

Published on July 29, 2010 @ 6:35 pm



[1] ঢাকা, নিউজ বিএনএন ডটকম : বৃহস্পতিবার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে চারদিন ব্যাপি 'মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও আজকে তারুণ্য' শীর্ষক বিতর্ক উৎসব- ২০১০ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উৎসবের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আইনুল নিশাত। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাবের উপদেষ্টা ড. তুরিন আফরোজ। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাব, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক ডেভেলপমেন্টের পরিচালক সৈয়দ এম হাসমী, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিশিষ্ট কথ্য সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সামদানী ফকির এবং রেজিস্ট্রার ইশফাক ইলাহী

চৌধুরী। ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ড. জয়নব আলী ফারুকী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতেই হবে। আর এটা আমাদের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ। এজন্য তিনি ভরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হবে বলে উল্লেখ করে বলেন, ইতিহাস জানলে তার দায়টাও বুঝতে পারা যায়। নতুন প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যকর করার মাধ্যমে সে দায় থেকে মুক্ত হতে পারবে বলেও তিনি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে চলমান বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বিচারের রায় কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, এ বিতর্ক উৎসবের চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী আগামী ১ আগস্ট জাতীয় শাদুঘর মিলনায়নে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ক্যাপ্টেন অব. তাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ। সভাপতিত্ব করবেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সামদানী ফকির। বিতর্ক উৎসবে সরকারী ও বেসরকারী মোট ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে।

বিএনএন/ বিজ্ঞপ্তি/কেএইচ